২২/৭/২০০৮

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দুর্নীতির সাগরে শিক্ষাব্যবস্থা

শহিদুল ইসলাম

লিখেছি। সবই অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু হয়নি। কিন্তু দেশের এক নম্বর ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি যখন আর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে বলেন, 'এদের অধিকাংশই বিপণনমুখী এবং লাভের উদ্দেশ্যেই এগুলো পরিচালিত হচ্ছে' তখন সত্যি কিছু না লেখা না বলা সম্ভব হয়ে ওঠে না। লিখতে প্ররোচিত হই। যদিও জানি আমার এই লেখায় ঐ শিক্ষা ব্যবসায়ীরা বিন্দুমাত্র লজ্জা পাবেন না। এ লেখাটিও বাংলাদেশের ঘুণে ধরা শিক্ষা ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে না। তবুও না লিখে যে পারি না। কারণ একটি দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা যদি মরে যায়— ব্যবসায়ীদের কবলে পড়ে— লাভ-লোকসানের পণ্যে পরিণত হয়, তাহলে সে দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে চুপ করে বসে থাকাও যে যায় না। তাই এই পণ্ডশ্রম।

এতোদিন দেখে এসেছি পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায়, গ্রামে-গঞ্জে স্কুল-কলেজ খোলার জোয়ার ধুম পড়ে গেছে। ইংরেজি দূরে থাক এক লাইন শুদ্ধ বাংলা লিখতে পারে না, এমন সব 'মেধাবী' ছাত্র এম.এ/বি.এ পাশের সার্টিফিকেট নিয়ে বেকার বসে বসে আড্ডা দিচ্ছে। হয়তো তাদের শুভানুধ্যায়ী 'কোন বড়ো ভাই তাদের পরামর্শ দিলেন' এই তোরা বসে আছিস কেন? কাজ নেই তো লাউ কাট।' ব্যাস, শুরু হয়ে গেল স্কুল বা কলেজ খোলার প্রক্রিয়া। কোথায় যেতে হবে, কাকে ধরলে কাজ হবে, সব তথ্য জোগাড় করে তারা লেগে পড়লো। ক্ষমতাসীন সরকারের এমপি ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাদের সবচেয়ে বড়ো সহায়। তাকে 'ঠিকমতো' ধরলে কে ঠেকায়। এলাকার যুবকরা তাদের বেকারত্ব ঘুঁচানোর এমন সুযোগ সহজে হাতছাড়া করতে নারাজ। বাপ-দাদার দুচার বিঘা জমি থাকলে তা বিক্রি করে 'ডোনেশনের' টাকা জোগাড় হয়, কিংবা মায়ের শেষ গহনা। তারপর কলেজ খোলা হলো। ... যায় আসে। ছাত্র কই? বেঞ্চ কই? বেঞ্চ-... কই? কলেজের অধ্যক্ষ/কিংবা গভর্নিং ... সভাপতি মুচকি হাসেন আর বলেন, 'আহ্, ... রা চুপ করে থাকো। এমপিওভুক্ত হয়েছো। ... পাচ্ছ। বেকারত্ব ঘুঁচেছে। আবার ছাত্র-ছাত্র... কেন?' বাড়িতে গিয়ে বসে থাকো। আড্ডা ... আমার মনে হয় আমার এ গালগল্প ... দেশের কেউ আজ আর অবিশ্বাস করে না।

একটি বাস্তবধর্মী সম্পাদকীয় লিখেছে দৈনিক ... গত ১১ জুন সোমবার। 'ছাত্রবিহীন কলেজ ... নেশন প্রথা।' উক্ত সম্পাদকীয় পড়ে জানা ..., 'কোনো ছাত্রছাত্রী ছাড়া দেশের ১৬টি ... চলছে।' কিভাবে চলছে দেশের সবাই তা ... জানেন না কেবল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তারা ... কলেজের 'শিক্ষকদের' বেতন দিচ্ছেন ... কোষাগার থেকে। কলেজে ছাত্রছাত্রী না ... কি হবে মামা-চাচার জোরে সেগুলো সব ...ভুক্ত। শিক্ষকদের বেতনের সরকারি টাকা পেতে কোনোই অসুবিধা হচ্ছে না। ... সম্পাদকীয়তে আরো জানা যায় যে, '৩৭টি ... নামের প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে কোনো ... পাস করে না। এসব সাইনবোর্ড-সর্বস্ব এবং 'উৎপাদনহীন' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গোপনে নয়, সবাইকে জানিয়ে তাদের অস্তিত্ব জাহির করছে। রাজধানীতেই নাকি এমন একটি কলেজের সন্ধান পাওয়া গেছে যে কলেজটি ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে উৎসাহী নয়।' অনুমোদন বজায় রেখে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করে সরকারি অর্থ পাওয়াটাই নাকি ছিল সেই কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কি এসব জানে না। সবাই জানে। ওপর থেকে 'চুইয়ে পড়া দুর্নীতি' নিচু তলায় দুর্নীতি ছিটাতে সহায়ক হয়েছে। কাজেই কারো চৌদ্দ পুরুষের সাধ্য নেই এ দুর্নীতির শেকড় উপড়ে ফেলে।

আজকাল দেখছি মফস্বলের পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইন বোর্ড। অবশ্য সেসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। যাদের বিরুদ্ধে মহামান্য

রাষ্ট্রপতি ব্যবসায়ের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। ১৯৯২ সালে যখন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়, তখন একটা লেখায় আমি এই সংশয়ের কথাই তুলে ধরেছিলাম। এবার উচ্চ শিক্ষা নিয়ে ব্যবসায়ের পথ প্রশস্ত হলো। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সেদিন তার বাস্তবতার কথা প্রকাশ করলেন অকপটে। আর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় খোলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। (১৭ জুন ভোরের কাগজ) তার আগে অবশ্য মানস ঘোষ এ খবরটি পরিবেশন করেছিলেন ভোরের কাগজেই গত ৯ জুন। তিনি জানিয়েছেন 'নিয়মনীতি উপেক্ষা করে বাণিজ্যে নেমেছে বেশ কটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।' এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের ইউএসটিসি-র উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'এটা কোনো বেআইনি কাজ নয়। আমরা মদের ...

খুলিনি।' তিনি এ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য মঞ্জুরি কমিশনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন।

একথা সত্যি যে, তিনি বা তারা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা মদের ব্যবসা খোলেননি। খুলতে চাননি। শিক্ষার ব্যবসা খুলেছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্যবসার কথাও আজ আর দেশবাসীর অজানা নয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমারই এক সাবেক সহকর্মী তার নিজস্ব বাড়িতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে বেশ টাকা-পয়সা মেরে এখন ছেলেসহ হাজতবাস করছেন। আরো কয়েকজন সহকর্মী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা অফিস খোলার জন্য তৎপর রয়েছেন শোনা যায়। এতো সহজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায় বাপের জন্মে শুনিনি।

মুষ্টিমেয় বড়ো লোকদের স্বার্থে এ দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর এতো বড়ো আঘাত অতীতে আর কখনো আসেনি। এ এক অদ্ভুত দেশ। কোনো কাজ নেই তো বিশ্ববিদ্যালয় খোল। 'লুকোচুরি' ছবির কিশোর কুমারের সেই গানটির কথা মনে পড়ছে। 'সিং নেই তবু নাম তার সিংহ।' 'শিক্ষা নেই তবু তার নাম স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়।'

এখন দেখছি। শিক্ষার এই বেসরকারিকরণের ফল ১৫০ বছরের 'ঔপনিবেশিক' শিক্ষার শেষ ভিতটি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মুষ্টিমেয় বড়ো লোকদের স্বার্থে এ দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর এতো বড়ো আঘাত অতীতে আর কখনো আসেনি। এ এক অদ্ভুত দেশ। কোনো কাজ নেই তো বিশ্ববিদ্যালয় খোল। 'লুকোচুরি' ছবির কিশোর কুমারের সেই গানটির কথা মনে পড়ছে। 'সিং নেই তবু নাম তার সিংহ।' 'শিক্ষা নেই তবু তার নাম স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়।'

শিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ আমলে এ দেশের বেশ কিছু শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ গড়ে উঠেছিল। '৯২ সালের বেসরকারিকরণের রোগে আক্রান্ত হয়ে তারও প্রাণ যায় যায় অবস্থা। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ...

বছর তার শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকদের পুরস্কারটি পা... উচিত ছিল। এ রকম বাস্তবভিত্তিক রি... সচরাচর চোখে পড়ে না। ১৩ অক্টোবর ২০... তারিখে ভোরের কাগজের রিপোর্টে জানা যায় 'শিক্ষক-প্রশিক্ষণের নামে ব্যবসা বন্ধের ... উঠেছে সংসদীয় কমিটিতে।' এবং জাতী... বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যা... আমিনুল ইসলাম প্রতিবেদকের বক্তব্যের সত্য... স্বীকার করে বলেছিলেন যে 'নির্দেশ পেলে সং... কলেজগুলো বন্ধ করে দেবো।' একই অভিযো... পাওয়া যায় শরীরচর্চা শিক্ষা ও লাইব্রেরি সায়েন্স... কলেজগুলোর বিরুদ্ধে। এইসব প্রাইভেট টি... কলেজ, শরীর চর্চা কলেজ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞা... কলেজ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহায়তায় লাখ ল... টাকার ব্যবসা করে যাচ্ছেন। সম্প্রতি বেসরকা... টিটি কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তি স্থগিত ঘোষণা ক... হয়েছে। সরজমিন তদন্ত করে পুনরায় ছাত্র ভর্তি... অনুমোদন দেওয়া হতে পারে। এই 'সরজমি... তদন্তে'র ওপর আমার একটা লেখা গত ১ জু... ২০০১ দৈনিক সংবাদে ছাপা হয়েছে। রাজধানী... উচ্চতম চূড়া থেকে যারা 'সরজমিনে তদন্ত' করা... জন্য তৃণমূল পর্যায়ে নেমে আসেন, লেখাটি তাদে... উদ্দেশ্যেই। যদি সত্যিই জাতীয় বিশ্ববিদ্যাল... এইসব কলেজের প্রকৃত চিত্র পেতে চাইতেন, তাহলে তারা আমার কাছ থেকে একটি রিপো... চাইতে পারতেন। কেননা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যাল... আমাকে রাজশাহীর একটি 'বেসরকারি' টিটি কলেজের গভর্নিং বডির এডহক কমিটির সভাপতি নিয়োগ দিয়েছিল এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি ৯ মাস ঐ কলেজের গভর্নিং বডির এডহক কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলাম। আমার অভিজ্ঞতার কিছু কথা আমি উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলামকে লিখিতভাবে সরাসরি জানিয়েছিলাম। বন্ধুবর উপ-উপাচার্য অধ্যাপক লুৎফর রহমানের সঙ্গে কলেজটি নিয়ে আমি দিনের পর দিন আলোচনা করেছি। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত ঐ কলেজ সম্পর্কে আমার কাছে কোনো রিপোর্ট চায়নি। কেন তা বলতে পারবো না। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তৃণমূল পর্যায়ের এই দুর্নীতির শিকড় গাড়া আছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় ভবনের মধ্যেই। তা নাহলে তৃণমূল পর্যায়ের 'নামগোত্রহীন' লম্পট, দুর্নীতিবাজ মানুষগুলো এতো সাহস পায় কি করে? মানস ঘোষ যা লিখেছেন, তার প্রতিটি অক্ষর সত্যি। আমি সাক্ষী। আমার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কাজেই ডা. নূরুল ইসলাম সাহেব যাই বলুন না কেন, কথার মারপ্যাচে এ সত্য ঢাকা যাবে না যে, শিক্ষা এ দেশে জমজমাট ব্যবসা উঠেছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এই প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার পুরো ৫ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করে এক বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে সন্দেহ নেই।

সাফল্যের পাশাপাশি কয়েকটি ব্যর্থতার একটি শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি উৎপাটন করতে না পারা। এর বড়ো কারণ রাজনৈতিক লাভালাভের হিসেব-নিকেশ।

৫.০৬.২০০১